দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭/১২/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৪......

ঢাবির ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচনী প্রচারে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে

মামুন-অর-রশীদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রধান দু'টি দলের নির্বাচনী প্রচার কাজে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রার্থীদের কাছে ক্যাম্পেইনার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বেশ সমাদৃত। নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হলসমূহে ছাত্রসংখ্যাও কমে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সম্পর্ক অথবা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের সূত্র ধরে প্রার্থীরা চিরকুট পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে। হলগুলো থেকে ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্ব স্ব এলাকায় চলে যাওয়ায় ঢাকার আটটি আসনের প্রধান দু'টি দলের প্রার্থীরা পড়েছেন ক্যাম্পেইনার সঙ্কটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৬ হাজার আবাসিক। বাকি ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রীও ঢাকায় স্ব স্ব এলাকায় এবং নিজের গ্রামের বাড়িতে প্রচার কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সিংহভাগই ইতোমধ্যে নিজ নিজ এলাকায় চলে গেছে। যারা এখনও হলে রয়েছে তাদের কেউ কেউ টিউশনির কারণে থেকে গেছে। আবার কেউ ঢাকার আসনগুলোতে ভাড়াটিয়া ক্যাম্পেইনার হিসাবে প্রার্থীদের খুব কাছে চলে গেছে এবং প্রতিদিনই সন্তোষজনক পারিশ্রমিক পাচ্ছে; এ কারণে ঢাকা ছাড়ছে না। তবে আগামী দু'এক দিনের মধ্যে এরা সবাই ঢাকা ছাড়বে বলে জানা গেছে। গ্রামে প্রার্থীদের কাছে যেমন ক্যাম্পেইনার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কদর রয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের কথা শুনতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এই ছাত্রদের অধিকতর রাজনীতি সচেতন মনে করছে এবং তাদের বক্তব্যের আলাদা মূল্যায়ন করছে। প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে যেসব ছাত্রছাত্রী ১৫/২০ দিন আগে ঢাকা থেকে এলাকায় গেছে এদের কেউ কেউ ঢাকার সর্বশেষ অবস্থা জানতে ঢাকা আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা অফিস অথবা কেন্দ্র থেকে এলাকায় প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহের জন্য ম্যাসেঞ্জার হিসাবে কাজ করছে। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় 'বিরোধী মতের মোড়লদের' ম্যানেজ করার ক্ষেত্রেও প্রার্থীরা ছাত্রদের কাজে লাগাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে ছাত্রলীগ সুপরিকল্পিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বিভিন্ন জেলার ছাত্রলীগ নেতাকর্মী-সমর্থকদের তালিকা তৈরি করে নিজ নিজ এলাকায় তাদের পাঠিয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সুপরিকল্পিতভাবে কাজটি না করলেও তাদের সংগঠনের নেতাকর্মী এবং চেনামুখ সবাই এলাকায় চলে গেছে। এবারের নির্বাচনী প্রচারে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হচ্ছে শিবির ক্যাডাররা। যেসব আসনে চারদলীয় জোট থেকে জামায়াত প্রার্থীরা মনোনয়ন পেয়েছে সেসব এলাকায় ইসলামী ছাত্রশিবির ক্যাডাররা নির্বাচনী প্রচারের নামে 'আতঙ্ক' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু ছাত্রছাত্রী নিজ তাগিদেই এবার নির্বাচনী প্রচারে গেছে। এদের মধ্যে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ছাত্র রফিকুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকায় থাকার যেহেতু দরকার নেই তাই গ্রামের বাড়ি যশোর যাচ্ছি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালাতে।

রফিক আরও বলেন, বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে জোট না বাঁধলে আমাদের এত সিরিয়াসলি নামার দরকার হতো না। জামায়াত জয়ী হলে আলটিমেটলি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা জয়ী হবে, যা জাতির জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতিতে নতুন সঙ্কট তৈরি করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো একেবারে খালি হয়ে গেলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল থাকবে, যাতে হলে কেউ কোন দুর্ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পায়।